অধ্যায় ০১ বাংলাদেশে চারুকলা শিক্ষার ইতিহাস

আলোচ্য বিষয়াবলি

• বাংলাদেশে চারু ও কারুকলা শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; • চারু ও কারুকলার পথিকৃৎ শিল্পীরা; • সমাজে শিল্প শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ।

অধ্যায়ের শিখনফল

অধ্যায়টি অনুশীলন করে আমি যা জানতে পারব–

- চারু ও কারুকলার অগ্রণী শিল্পীবৃন্দের নাম বলতে পারব।
- শিল্পচর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারব।
- অন্যান্য শিল্পচর্চা এবং চিত্রশিল্পচর্চা কখন শুরু করতে হয় তা বলতে পারব।
- বাংলাদেশের চারু ও কারুকলা চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে পারব।
- চারুকলা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চারুশিল্পের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রথম আর্ট কলেজের শিক্ষকদের নাম বলতে পারব।
- সূচনালগ্নের শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক চিত্র বর্ণনা করতে পারব।
- পথিকৃৎ শিল্পী বলতে কী বোঝায়, তা বর্ণনা করতে পারব।
- সুন্দর সমাজ গঠনে চারুশিল্পের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

শিখন অর্জন যাচাই

- শিল্প ও সংস্কৃতি অনুশীলন করার নিয়ম-কানুন শিখতে পারব।
- চারুকলা শিক্ষার ইতিহাস জানতে পারব।
- ছবি দেখে চিত্রশিল্পীদের চিনতে পারব।
- চারু ও কারুকলার পথিকৃৎ শিল্পীদের অবদান অনুধাবন করতে পারব।

শিখন সহায়ক উপকরণ

- ছবি/ভিডিও সংগীতশিল্পী, অভিনয়শিল্পী, চারু ও কারুকলা শিল্পীদের ছবি বা ভিডিও।
- বর্তমান ও পূর্বের প্রতিষ্ঠানটির ছবি।
- বিভিন্ন ধরনের শিল্প ও শিল্পীর ছবি।
- পোস্টার ও প্রচারপত্র।

অনুশীলন

সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সাধারণ ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে সাধারণ প্রশ্ন, বহুনির্বাচনি ও অনুশীলনমূলক কাজ– এ তিনটি অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে। সাধারণ ও বহুনির্বাচনি অংশে বোর্ড বইয়ের প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি কমন উপযোগী অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর — পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

শুদ্ধ বাক্যে টিক চিহ্ন (✓) দাও

১. যারা ছবি আঁকেন তাঁরা হলেন– নাট্যশিল্পী/ √চিত্রশিল্পী/ নৃত্যশিল্পী

২. যারা নাটকে ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তাঁরা– কারুশিল্পী / √অভিনেতা / চিত্রশিল্পী

৩. যারা চমৎকার গান গাইতে পারেন তাঁরা হলেন– অভিনেতা / √সংগীতশিল্পী / নাট্যশিল্পী

৪. শিশুকে ছবি আঁকা শেখাবার জন্য প্রথমেই– ভালো করে নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিতে হয় / √প্রথমেই নিজের ইচ্ছেমতো আঁকতে দিতে হয়।

৫. সাধারণত– √ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ধীরে ধীরে ছবি আঁকার নিয়ম-কানুনগুলো জেনে শিশুরা ছবি আঁকবে/ প্রথম শ্রেণি থেকে নিয়মকানুন জেনে ছবি আঁকবে।

৬. আদিম মানুষেরা– ক্যানভাসে ছবি আঁকত / √গুহার গায়ে ছবি আঁকত। / কাগজে ছবি আঁকত।

৭. আদিম মানুষেরা ছবি আঁকার রং তুলি– শহরের দোকান থেকে সংগ্রহ করত / √নিজেরা মাটি, পশুর চর্বি ও পাথর সুঁচালো করে তৈরি করে নিত।

৮. প্রায় পনেরো–ষোলো শতক পর্যন্ত শিল্পীরা-বড় বড় আর্ট কলেজে গিয়ে ছবি আঁকা শিখত / √গুরু বা শিল্প শিক্ষকের ছবি আঁকার কাজে সহায়তা করতে যেয়ে গুরুর কাছেই শিখে নিত।

৯. পাকিস্তান সরকার– নিজেরাই আর্ট কলেজ তৈরি করে তারপর শিল্পীদের ডাকেন / √চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হক, শফিকুল আমিন প্রমুখদের দাবির কারণে শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠান শুরু করেন।

১০. ছবি আঁকা শেখার প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল– গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ / √গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট।

১১. গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু হয়– ১৪ই আগস্ট ১৯৪৭ / √ ১৫ নভেম্বর ১৯৪৮/ ২২ শে আগস্ট ১৯৪৮।

১২. শিল্পকলা শিক্ষার নিজস্ব ভবন– বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদেই গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটটির ক্লাস শুরু হয় /√নবাবপুরে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের মাত্র ২টি কামরায় শুরু হয়।

১৩. উন্নত সমাজ গঠনে প্রকৌশলী, ডাক্তার ও বিজ্ঞানীর মতো– √চিত্রশিল্পীদেরও ভূমিকা রয়েছে / চিত্র শিল্পীরা শুধু নিজেদের জন্য ও প্রদর্শনী করার জন্য ছবি আঁকে।

সংক্ষেপে উত্তর দাও

প্রশ্ন ১। শিশু বয়সে ও বিদ্যালয়ে পড়ার সময় কীভাবে ছবি আঁকবে?

উত্তর : শিশু বয়সে নিজের চিন্তা, স্বপ্ন ও ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়ে রং তুলিতে ছবি আঁকবে। শিশু বা ছোটদের ছবি আঁকার সময় কোনো নিয়ম-কানুন মেনে বা কারও নির্দেশমতো কখনো ছবি আঁকাতে বাধ্য করা উচিত নয়। তবে শিশুরা ধীরে ধীরে আঁকার নিয়ম-কানুন জেনে ছবি আঁকার চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন ২। বর্তমান বাংলাদেশে বা পূর্ব-পাকিস্তানে কীভাবে, কোন সময়ে এবং কাদের চেষ্টায় শিল্পকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়? প্রতিষ্ঠানটির প্রথম নাম কী ছিল?

উত্তর : ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। দেশ ভাগের পর বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চারুকলা শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দেয়। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হকসহ অনেক শিল্পী পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় একটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের কাছে দাবি তোলেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এককথায় তাদের দাবি নাকচ করে। সরকার এর কারণ হিসেবে সামাজিক কুসংসকার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি কাজে লাগায়। একথায় শিল্পীরা পিছ পা হলেন না। সরকারকে চারুকলা শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে লাগলেন। সেই সময় বিভিন্ন সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা যেমন–ড. কুদরত-এ-খুদা, সলিমুল্লাহ ফাহমি, আবুল কাশেম প্রমুখ শিল্পীদের পাশে এসে দাঁড়ান এবং চারুকলা শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সরকারকে বোঝাতে থাকেন।

অবশেষে অনেক চেষ্টার পর ১৯৪৮ সালের ১০ নভেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা চারুকলা শিক্ষার একটি বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রথম নাম ছিল গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট।

প্রশ্ন ৩। গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্পীরা সরকারকে কোন কোন উদাহরণ দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝিয়েছিলেন?

উত্তর : গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্পীরা সরকারকে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। উদাহরণগুলো নিম্নরূপ :

১. সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে হবে এবং তাদেরকে বিভিন্ন রোগ থেকে নিরাময় পেতে হলে ছবি এঁকে পোস্টার তৈরি করে খুব সহজেই বোঝানো যায়। যা বইপুস্তকে লেখালেখি করে বোঝানো সহজ নয়। কারণ দেশে লেখাপড়া জানা মানুষের সংখ্যা খুব কম।

২. সরকারের বিভিন্ন বিষয়ের প্রচার কাজে রাস্তায় হাঁটাচলা, বাস-ট্রাক চলাচলের নিয়মকানুন ইত্যাদির জন্য পোস্টার ও প্রচারপত্রের জন্য শিল্পীর প্রয়োজন হবে।

৩. সহজে চাষ করা, সেচ দেয়া, পোকামাকড় থেকে সাবধান থাকা থেকে শুরু করে কীভাবে কৃষি ফলন বাড়ানো যায় তা ছবি এঁকে সাধারণ কৃষককে বোঝানো যায়।

৪. মানচিত্র আঁকা, স্কুল-কলেজের পুস্তকের জন্য ছবি আঁকা, চিকিৎসাবিদ্যা ও কারিগরিবিদ্যার বই পুস্তকের জন্য শিল্পীর প্রয়োজন জরুরি।

৫. সদ্য নতুন দেশে শিল্প কারখানা ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। এসব কারখানার উৎপাদনের পর বাজারে ও বিদেশে রপ্তানি করতে গেলে নানারকম রঙে মোড়ক তৈরি করতে হবে। নকশা ও ছবি আঁকতে হবে। ছবি এঁকে বিজ্ঞাপন করতে হবে।

প্রশ্ন ৪। প্রথম বছর কতজন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল? তাদের সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : ১৯৪৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে চারুকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা হলে প্রথম বছর ১২ জন ছাত্র ভর্তি হয়। প্রথম ব্যাচের ১২ জন ছাত্রের মধ্যে পরবর্তীকালে দু'জন খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। এদের একজন হলেন শিল্পী আমিনুল ইসলাম এবং অন্যজন হলেন শিল্পী সৈয়দ শফিকুল হোসেন। অন্য দশ জনের বেশিরভাগই চিত্রশিল্পী হিসেবে বা চিত্রকলাকে পেশা হিসেবেই গ্রহণ করে সমাজে চিত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। আমিনুল ইসলাম বাংলাদেশের দীর্ঘ সময়ের শিল্পকলার ধারাবাহিক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠায় বিশাল অবদান রেখেছেন। আমিনুল ইসলাম ও সৈয়দ শফিকুল হোসেন চারুকলা ইনস্টিটিউটে অধ্যক্ষ হিসেবেও দীর্ঘদিন নিয়োজিত ছিলেন।

প্রশ্ন ৫। প্রথম ১২ বছরে শিক্ষা লাভ করে কোন কোন শিল্পীরা দেশের সংস্কৃতি বিকাশে ও শিল্পকলা শিক্ষায় অবদান রেখেছেন?

উত্তর : প্রথম ১২ বছরে যারা শিল্পকলায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন তারাও সমান নিষ্ঠা নিয়ে তাদের গুরুদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। ফলে বাংলাদেশের নিজস্ব শিল্প চেতনার একটি বৈশিষ্ট্য ও রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা বাংলাদেশের শিল্পকলা চর্চাকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দিয়েছে। এদের মধ্যে যাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে তারা হলেন–কাইয়ুম চৌধুরী, রশীদ চৌধুরী, মূর্তজা বশীর, আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুল বাসেত, হামিদুর রহমান, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন নবী, নিতুন কুন্ডু, দেবদাস চক্রবর্তী, আবু তাহের, মাহমুদুল হক, মনিরুল ইসলাম, আবুল বারক আলভী প্রমুখ।

প্রশ্ন ৬। ছবি আঁকতে গিয়ে তোমার কী কী অনুভূতি কাজ করে?

উত্তর : ছবি আঁকা একটি সৃজনশীল কাজ। এক্ষেত্রে নিয়ম কানুনের যেমন প্রয়োজন তেমনি অনুভূতিরও প্রয়োজন রয়েছে। কারণ অনুভূতি ছাড়া হৃদয়স্পর্শী ছবি আঁকা যায় না। সাধারণত নিজের চিন্তা, ইচ্ছা, স্বপ্নকে রং তুলিতে মিশিয়ে ছবি আঁকা হয়। অর্থাৎ ছবি আঁকার মাধ্যমে নিজের আবেগকে প্রকাশ করা যায়। যা অন্যভাবে সম্ভব হয় না। ছবি আঁকার মাধ্যমেই সহজেই মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করা যায়। এছাড়াও আবেগ, সুখ, দুঃখ, চৈতন্য, জ্ঞান ও দরদের অনুভূতি দ্বারা, ছবি আকার বিষয় ফুটিয়ে তোলা যায়।

প্রশ্ন ৭। চারু ও কারুকলা চর্চার গুরুত্বসমূহ কী কী?

উত্তর : আমাদের সমাজজীবনে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চারু ও কারুকলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ কারণে নিয়মিতভাবে চারু ও কারুকলা চর্চা করা প্রয়োজন। আধুনিক জীবনযাপনে ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে চারু-কারুকলা চর্চা অনেক বেশি প্রয়োজন। একটা সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র তৈরিতে যেমন– প্রকৌশলী, ডাক্তার, শিক্ষক, প্রশাসক, স্থপতি, অভিনেতা ইত্যাদি পেশাজীবী মানুষ প্রয়োজন তেমনি চিত্রশিল্পীরাও সুন্দর সমাজ গঠনে বিশাল ভূমিকা রাখছে। চারু ও কারুকলা চর্চাকে পিছিয়ে রাখার কোনো অবকাশ নেই। বিভিন্ন ধরনের পণ্যের মোড়ক ও বিজ্ঞাপন, পোস্টার ইত্যাদি ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পীরা ছবি এঁকে কাজগুলোকে আরও সহজ করছেন। এছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে, চিকিৎসাবিদ্যায়, অনেক বই-পুস্তকে ছবি আঁকার প্রয়োজন হয়। এ কাজের জন্য চিত্রশিল্পী ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আবার মনের নানা অনুভূতি দিয়ে চারুকলা মানুষের দৃষ্টি ও মনকে আনন্দ দেয়। কারুকলা মানুষের দৃষ্টিকে আনন্দ দেওয়ার সাথে সাথে মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনও মিটিয়ে থাকে। এসব প্রয়োজন মেটাতেই চারু ও কারুকলা চর্চা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ৮। মহান মুক্তিযুদ্ধে চিত্রশিল্পীদের অবদান কী?

উত্তর : মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি স্বাধীন দেশ এবং আমাদের গৌরবময় লাল সবুজের পতাকা। তবে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলার আপামর জনসাধারণের সাথে এদেশের চিত্রশিল্পীরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। চিত্রশিল্পীরা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের বক্তৃতা থেকে মূল বিষয়টা বুঝে ফেললেন। তাই শিল্পীরা ছবি ও পোস্টারের মাধ্যমে প্রকাশ্যেই স্বাধীনতাকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরলেন। মার্শাল ল এর আইন অনুযায়ী এটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা। এর জন্য হানাদার বাহিনী শিল্পীদেরকে গুলি করতে পারত। কিন্তু চিত্রশিল্পীরা মৃত্যু হবে জেনেও মিছিল বের করেছিলেন। এছাড়াও চিত্রশিল্পীরা তাদের রং তুলি দিয়ে পোস্টার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড তৎকালীন হানাদার বাহিনীদের সত্যিকার রূপটি তুলে ধরেছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, মহান মুক্তিযুদ্ধে চিত্রশিল্পীরা অসামান্য অবদান রেখেছেন।